৩০ দৈনিক জনকণ্ঠ
তারিখ 19 NOV 1995
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ॥ ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষা

শিক্ষা একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এবং সভ্যতার বিবর্তনে যুগে যুগে পরিবর্তিত হয়েছে শিক্ষার মাধ্যম। গুরুগৃহে পাঠ পাওয়া মানুষ এখন হাজার মাইল দূরে থেকে কোন বিষয় শিখছে নিজের ঘরে বসে। এ পরিবর্তন সত্যিই অভিনব।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষা বিষয়টি কিছুটা অপরিচিত মনে হলেও এ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার সাথে আমরা কম বেশি সবাই পরিচিত। তবে এ সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে আমরা পর্যায়ক্রমিকভাবে প্রচলিত শিক্ষার প্রকৃতি এবং এর রূপান্তর নিয়ে কিছুটা আলোকপাত করতে চাই।

প্রাচীনকাল থেকে আদিম মানুষ বিভিন্নভাবে শিক্ষা লাভ করে আসছে। মানুষ এখন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত। তাকে সুসভ্য হিসাবে এ পর্যায়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে শিক্ষা পালন করেছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ইতিহাসের দিকে তাকালে বোঝা যায়, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর সভ্যতার ইতিহাস যেমন চমকপ্রদ, তেমনি শিক্ষার ধারাবাহিকতাও আকর্ষণীয়।

আদিম মানুষ ছিল ভীষণভাবে অসহায়। সে সময় তারা প্রকৃতির সাথে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকত। ইতিহাসের ঐ পর্বে শিক্ষার দায়িত্ব যথারীতি পুরোহিতদের উপরই ন্যস্ত ছিল। তারা মূলত ধর্মীয় আচার-আচরণের ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট শিক্ষা মতবাদ গড়ে

মোঃ কবীর মিয়া

তোলেন এবং শিক্ষার বিষয় বা পাঠ্যক্রম নির্ধারণ করে দেন। মানুষ প্রথমে শব্দ, পরে অঙ্গভঙ্গির ইঙ্গিত এবং এরপর ছবির মাধ্যমে শিক্ষাকার্য সম্পাদন করত। লেখা আবিষ্কারের ফলে শিক্ষায় সংযোজিত হয় নতুন মাত্রা। মানুষ তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ধর্ম বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি লেখার মাধ্যমে স্থায়ী রূপ দিতে সচেষ্ট হলো।

প্রাচীন যুগে গৃহই ছিল বিদ্যালয়। গুরু শিক্ষার্থীকে পরীক্ষা করে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত করলে তাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করত। গুরুগৃহে শিক্ষার্থী কঠোর সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে গুরুগৃহের যাবতীয় কাজকর্ম সম্পাদন করত, চলত তার শিক্ষাগ্রহণ। এ সময়ের শিক্ষা ছিল ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমিত। নিম্নবর্ণের শূদ্রদের শিক্ষার কোন অধিকার ছিল না। মূলত আত্মোপলব্ধি ও অধ্যাত্মিক বিকাশ এবং এর মাধ্যমে পরম সত্তার উপলব্ধিই ছিল সে শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। কোন ব্যবহারিক জীবনযাপনের নির্দেশনা এতে ছিল না।

বর্তমানে শিক্ষাকে আর আগের মতো বিবেচনা করা হয় না। জীবনের তত্ত্বান্বেষণ ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নই শুধু নয়, বর্তমানের শিক্ষা, জীবনের সমস্যার সমাধান ও বাস্তব জীবনের উন্নয়নের প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে সাহায্য করে। কারণ বর্তমান যুগ হচ্ছে প্রতিযোগিতার যুগ, এখানে টিকে থাকতে হলে প্রতিনিয়ত মুখোমুখি হতে হয় প্রতিযোগিতার। বিশ্ব পরিবর্তনের ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে শিক্ষার মাধ্যমেও। এখন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে নিয়মিত ক্লাস করে যে সার্টিফিকেট বা ডিগ্রী অর্জন করতে হবে, এমন কোন কথা নেই। এ অর্জন এখন ঘরে বসেই করা সম্ভব। রেডিও-টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে আজকাল একজন তাঁর কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট অর্জন করতে পারেন। এমনকি ভিন্ন দেশে অবস্থান করেও এখন তা করা সম্ভব। অর্থাৎ শিক্ষা আজ মানুষের হাতের মুঠোয়। একেবারে গৃহে তার প্রবেশ ঘটে গেছে।

ঘরে বসে বা নিজ অবস্থানে থেকে লেখাপড়া বা ডিগ্রী অর্জন একটি অত্যাধুনিক ধারণা। একে বলা হয় দূর শিক্ষণ। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে মানুষ ঘরে বসে রেডিও-টিভি, কম্পিউটার, স্যাটেলাইট, অডিও-ভিডিও, প্রিন্ট-মিডিয়া, অডিওভিশন ইত্যাদির মাধ্যমে তাঁদের কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রী অর্জন করতে পারেন। এ মাধ্যমগুলো ব্যবহার করে যে কেউ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে মেটাতে পারেন তাঁর জ্ঞান পিপাসা। অর্জন করতে পারেন কাঙ্ক্ষিত ডিগ্রী।

উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গ

দূর শিক্ষণের লক্ষ্যে ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশে চালু হয়েছে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে চালু করেছে ডিগ্রী ও সার্টিফিকেট প্রদান। এখানে রেডিও টিভি ও প্রিন্ট মিডিয়াকে ব্যবহার করে শিক্ষা প্রসারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিদিন সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা কেন্দ্র থেকে আধ ঘণ্টার জন্য এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন থেকে ২৫ মিনিটের জন্য বাউবি'র অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (বাউবি) থেকে যে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় তা মূলত দু' ধরনের।

শিক্ষা অনুষ্ঠানের রেকর্ডিং চলছে

ক) আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ও
খ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা।

বাউবি'র মাধ্যমে প্রচারিত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নিতে হলে যথারীতি নির্ধারিত ফরমে আবেদন করতে হয়। পরবর্তীকালে নির্ধারিত ফি দিয়ে নির্বাচিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ভর্তি হতে হয়। ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বাউবি'র ছাপা পাঠ সামগ্রী (বইপত্র) ও অন্যান্য অডিও ভিডিও সামগ্রী সরবরাহ করা হয়। টিউটোরিয়াল কেন্দ্রগুলোতে ছুটির দিনে মাসে দু'দিন টিউটোরিয়াল সার্ভিস প্রদান করা হয়। টিউটোরিয়াল কেন্দ্রগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা কঠিন বিষয়গুলো শিক্ষকের সহায়তায় বুঝে নিতে পারেন। শিক্ষার্থীদের সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। এতে উত্তীর্ণ হলে তাদের সার্টিফিকেট দেয়া হয়। বাউবি'র মাধ্যমে পরিচালিত অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় এ ধরনের পদ্ধতিগত কোন বাধ্যবাধকতা নেই। যে কেউ ইচ্ছা করলে তাদের প্রয়োজনমতো এ অনুষ্ঠানগুলো দেখতে বা শুনতে পারেন এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারেন। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমগুলোতে সার্টিফিকেট প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। শতকরা ৬০ ভাগ অনুষ্ঠান শ্রবণকারী এবং দর্শনকারীকে ছোট্ট একটা পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে হয়। পরীক্ষার পর ঐ নির্দিষ্ট বিষয়ে তাদের সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। এ শিক্ষার "লক্ষ্য-শ্রোতা-দর্শক" অর্থা Target Audience হচ্ছে সর্বস্তরের সাধারণ উৎসাহী মানুষ।

বাউবি'র আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক এ দু' ধরনের শিক্ষা কার্যক্রমের সিলেবাস ও অন্য আনুষঙ্গিক কাজ করার জন্য রয়েছে ৬টি স্কুল বা বিভাগ। বর্তমানে এ ৬টি স্কুলের অধীনে নিচের আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামগুলো প্রচারিত হয়ে থাকে :

১। স্কুল অব এডুকেশন

এ স্কুলের আওতায় ব্যাচেলর অব এডুকেশন (বিএড প্রোগ্রাম) প্রচারিত হয়। এটি আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম। পরিবেশ বিষয়ক একটি অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামও প্রচারিত হতে যাচ্ছে। এ ছাড়া এ স্কুলের আওতায় মাস্টার, অব এডুকেশন, সার্টিফিকেট ইন এডুকেশন ইত্যাদি প্রোগ্রাম চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে।

২। স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউমিনিটিজ এ্যান্ড ল্যাংগুয়েজেস

বর্তমানে এ স্কুলের অধীনে সার্টিফিকেট-ইন-ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি (CELP) চালু রয়েছে। পর্যায়ক্রমে সার্টিফিকেট ইন এ্যারাবিক ল্যাংগুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি, বিএ, ডিপ্লোমা ইন ইংলিশ টিচিং ইত্যাদিও পর্যাক্রমে চালু হতে যাচ্ছে। Follow Me নামে একটা ইংরেজী অনুষ্ঠানে এবং ধর্ম, নৈতিকতা ও উন্নয়ন শীর্ষক দু'টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এ স্কুলের আওতায় প্রচারিত হয়।

৩। ওপেন স্কুল

১৯৯৫ সাল থেকে ওপেন স্কুলের মাধ্যমে ৮ম শ্রেণী পাস যে কোন বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য এসএসসি প্রোগ্রাম চালু করা হয়েছে। এ বছর এসএসসিতে মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পনেরো হাজার। বিভিন্ন কারণে যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি; চাকরি ব্যবসা বা সংসার জীবনে প্রবেশ করতে বাধ্য হয়েছেন অথচ যাদের শিক্ষা গ্রহণের অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল, তাদের জন্য দূর শিক্ষণ পদ্ধতিতে চালু হয়েছে এসএসসি প্রোগ্রাম। এ প্রোগ্রামের মাধ্যমে ঝরে পড়া বা ড্রপআউট শিক্ষার্থীরা পুনরায় লেখাপড়ার মাধ্যমে তাদেয় আকাঙ্ক্ষার পূরণ ঘটাতে পারেন। পরবর্তীকালে এ স্কুলের মাধ্যমে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট চালু হতে যাচ্ছে। বেসিক সায়েন্স এ্যান্ড ম্যাথমেটিকস নামে একটা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এ স্কুলের মাধ্যমে চালু হবে।

৪। স্কুল অব বিজনেস

বর্তমানে স্কুল অব বিজনেসের আওতায় সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট ও ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট (যা প্রিএমবিএ নামে পরিচিত) নামে দু'টি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু রয়েছে। পরে বিকম (আনুষ্ঠানিক) ব্যাংক ঋণ, বিপণন ও ব্যবস্থাপনা শিরোনামে অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা চালু হতে যাচ্ছে।

৫। স্কুল অব এগ্রিকালচার এ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট

এখনও এ স্কুলের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয়নি। তবে চালু হলে এর মাধ্যমে- (১) সার্টিফিকেট ইন এগ্রো প্রসেসিং, (২) পোলট্রি এন্ড লাইভস্টক, (৩) পিসি কালচার ও ফিস প্রসেসিং (৪) সার্টিফিকেট ইন এগ্রিকালচার ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম এবং কৃষি, রেশম ও মৎস্য চাষ, বনায়ন ও উদ্যানবিদ্যা, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণ, সেচ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা এ স্কুলের মাধ্যমে প্রচারিত হবে।

৬। স্কুল অব সায়েন্স এ্যান্ড টেকনোলজি

এ স্কুলের কার্যক্রমও শুরু হয়নি। তবে শুরু হলে এর মাধ্যমে ডিপ্লোমা-ইন-কম্পিউটার এ্যাপলিকেশন, ডিগ্রী ইন নার্সিং নামে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা, মাতৃমঙ্গল ও শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম এ স্কুলের মাধ্যমে চালু হবে। ১৯৯৬ সালে এর কার্যক্রম শুরু হবে।

এসব ছাড়াও "বাউবি-১২" নামে একটা "শিক্ষা বিনোদনমূলক" অনুষ্ঠান বাউবির মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে থাকে। বাউবির সমস্ত আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়ে থাকে রেডিও টিভি, অডিও, ভিডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে। এগুলো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে অন্তর্গত। এগুলো ছাড়াও ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমের অন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে "অডিও-ভিশন"। এ ধারণাটি বেশ নতুন। ১৯৯৫ সালের ১৫ এপ্রিল থেকে ৪ মে পর্যন্ত বিবিসির সহায়তায় কমনওয়েলথ অব লার্নিংয়ের উপদেষ্টা জ্যাক কোমি এবং বিবিসির সিনিয়র প্রযোজক প্রফেসর জন জাওরোস্কির মাধ্যমে প্রযোজক ও একাডেমিশিয়ানদের অডিও-ভিশনের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এ সময় বর্তমান নিবন্ধের লেখক এবং আঃ মজিদের প্রযোজনায় বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অডিও ভিশন প্রোগ্রাম তৈরি হয়। বর্তমানে বাউবি সীমিত পর্যায়ে অডিওভিশন শিক্ষা কার্যক্রম চালু করেছে। অডিওভিশন হচ্ছে অডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়া একত্রে ব্যবহার করে শিক্ষা প্রচারের কৌশল। এখানে কোন নির্দি বিষয়ে পূর্ব থেকে ছাপানো পাঠসাম শিক্ষার্থীদের দেয়া হয় এবং অডি (ক্যাসেট) মাধ্যমে ঐ বিষয়ে পাঠ নেয়া ব্যবস্থা থাকে। ছাপানো পাঠ সামগ্রীর ভিত্তিতে অডিওতে পাঠ আয়ত্তের পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা একই সাথে ছাপানো পাঠ সামগ্রী পড়ে এবং অডিও শুনে সহজেই স্বশিক্ষার মাধ্যমে নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচী আয়ত্ত করতে পারেন। অর্থাৎ ভিডিও এবং টিভি ছাড়া দেখা ও শোনার মাধ্যমে শেখাই হচ্ছে অডিওভিশন। ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং নবতর সংযোজন।

ইলেকট্রনিক মাধ্যমে শিক্ষার সুবিধা

আগেই বলা হয়েছে, ইলেকট্রনিক মিডিয়া বলতে স্যাটেলাইট, রেডিও, টিভি, অডিও ভিডিও কম্পিউটার, অডিও ভিশন ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। বর্তমানে বাউবি রেডিও, টিভি, প্রিন্ট মিডিয়া, অডিও এবং অডিও ভিশনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করে আসছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ঘরে বসেই শিক্ষা লাভ করতে পারেন। এই পদ্ধতির সুবিধা হচ্ছে— এক সাথে অনেক শিক্ষার্থী এতে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। ১৯৯৫ সালে বাউবির এসএসসিতে মোট ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা পনেরো হাজার। এ ছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিষয়ক প্রোগ্রাম বিএড প্রিএমবিএ সার্টিফিকেট ইন ম্যানেজমেন্ট, ইংরেজী শিক্ষার প্রোগ্রাম CELP ইত্যাদিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। দূরের শিক্ষার্থী, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী গৃহবধূ এরা এ মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণে সবচেয়ে বেশি সুবিধা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া জাতীয় প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচারিত হয় বলে বিশিষ্ট এবং বিখ্যাত বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক, পেশাজীবীদের দিয়ে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানগুলো ধারণ ও প্রচার করা হয়।

যাঁরা শিক্ষা লাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তাঁরা এখন আবার শিক্ষা গ্রহণ করতে পাররেন। তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ বাংলাদেশ। এখানে বর্তমানে শিক্ষার হার ৩২.৪%। পর্যায়ক্রমে এ শিক্ষার হার বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার হার বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে বাউবির প্রোগ্রাম চালু থাকলে।

সব শেষে বলা যায়, কারিগরি শিক্ষা, পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষা এবং আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা এ মাধ্যমে প্রচার করা উচিত, যাতে করে দেশের বিপুল বেকার জনগোষ্ঠী শুধু তাত্ত্বিক শিক্ষায় নয়, প্রকৃত পেশাকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে নিজের ভাগ্য নিজেই গড়ে তুলতে পারেন। সেই সঙ্গে মানবিক গুণাবলী বিকাশের জন্য মানবিক শিক্ষারও ব্যবস্থা থাকা জরুরী, যা একটা দেশকে সার্বিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে।